ক্রান্তদর্শী সুদীপ্ত ভৌমিক

(আলো জ্বলতে দেখা যায়। ক্রান্তদর্শী প্রকাশনার কর্ণধার সুরথ পাকরাশি তাঁর অফিসে বসে ফাইনাল প্রুফ দেখছেন। শ্রাবণী তালুকদার, এক তরুণী কবি প্রবেশ করলেন।)

শ্রাবণী।। আসতে পারি?

সুরথ।। হ্যাঁ, আসুন।

শ্রাবণী।। আমি শ্রাবণী। আমার কথা বোধহয় প্রিয়তোষদা আপনাকে বলেছেন—

সুরথ।। কোন প্রিয়তোষ? ওই হাতিবাগানের গামা হোসিয়ারির প্রিয়তোষ তালুকদার?

শ্রাবণী।। না না, কবি প্রিয়তোষ— আপনি ওঁর তিনটে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—

সুরথ।। তাহলে ঠিকই বলেছি। তিন পুরুষের হোসিয়ারি, মানে গেঞ্জি জাঙিয়ার ব্যবসা ওদের। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। (শ্রাবণী বিষণ্ণ মুখ করে বসে) হ্যাঁ বলুন, আমি কী করতে পারি?

শ্রাবণী।। প্রিয়তোষদা কিছু বলেননি, না?

সুরথ।। দেখুন, কবিরা সবসময় কিছু না কিছু বলতেই থাকেন। সব কথা কানে নিলে চলে নাকি? অত সময় কোথায়? প্রিয়তোষের কথা বাদ দিন। এখন আপনার কী বক্তব্য আমাকে বলুন। বই ছাপাবেন তো?

শ্রাবণী।। কী করে বুঝলেন?

সুরথ।। সাতাশ বছর এই লাইনে আছি, এটুকু বুঝব না? কত ফর্মার হবে?

শ্রাবণী।। ফর্মা?

সুরথ।। প্রথম বই? পাণ্ডুলিপি এনেছেন?

শ্রাবণী।। হ্যাঁ। এই যে, এতে প্রায় চল্লিশটা কবিতা আছে।

(শ্রাবণী একটা খাতা এগিয়ে দেয়। সুরথ সেটা উল্টেপাল্টে দেখে।)

সুরথ।। কবিতা পাতা খায় বেশি— তবে, চার ফর্মায় টেনে দেওয়া যাবে। তিনশো কপি ছাপব। আপনি পাবেন দু'শো কপি। মোট চল্লিশ হাজার পড়বে।

শ্রাবণী।। চল্লিশ হাজার টাকা? আমাকে দিতে হবে?

সুরথ।। না, আপনাকেই যে দিতে হবে তার কোনও মানে নেই। আপনার কোনও শুভানুধ্যায়ীও দিতে পারেন।

শ্রাবণী।। কিন্তু প্রিয়তোষদা যে বলছিলেন, আপনার প্রকাশনা সংস্থা টাকা নিয়ে বই ছাপেন না?

সুরথ।। পুরোটা নিই না, বই ছাপার আগে অর্ধেক নিই। বই ছাপা হয়ে গেলে, বাকিটা নিই।

শ্রাবণী।। না না, ছি ছি— এটা খুব অসম্মানের।

সুরথ।। অসম্মানের কেন হতে যাবে? এটা তো আমাদের বহুকালের ট্র্যাডিশন। রবীন্দ্রনাথও নিজের বই নিজে ছেপেছেন।

শ্রাবণী।। কিন্তু— অত টাকা...

সুরথ।। বুঝলাম। তা বইটা কি ছাপতেই হবে?

শ্রাবণী।। সবাই ছাপছে। আমি না ছাপলে কেমন দেখায় বলুন। আসরে কবিতাপাঠ করতে গিয়ে দেখি, বন্ধুবান্ধবরা তাঁদের বই দিচ্ছেন। নিজেকে তখন খুব বোকা বোকা লাগে।

সুরথ।। একটা সলিউশন আমি দিতে পারি, নিলে আপনার বই ছাপার খরচ উঠে যাবে।

শ্রাবণী।। কী রকম?

সুরথ।। প্রডাক্ট প্লেসমেন্ট। অর্থাৎ, আপনার কবিতায় আপনি কোনও কোম্পানির প্রডাক্ট উল্লেখ করলেন। ধরুন, বললেন 'এয়ারটেল-এ তোমার এসেমেস/হারিয়ে যাওয়া ভিআইপি ব্রিফকেস'। কেমন সুন্দর দুটো কোম্পানির প্রডাক্ট প্লেস হয়ে গেল। বেশ স্মার্ট, আধুনিক কবিতাও হল।

শ্রাবণী।। কবিতায় বিজ্ঞাপন? ছি ছি—

সুরথ।। বিজ্ঞাপন নয়, প্রডাক্ট প্লেসমেন্ট। এই সাটল তফাতটা বুঝতে হবে। এখন এটা সবাই করছে। সিনেমায় তো অনেক আগে থেকেই ছিল। এখন গল্পে, উপন্যাসে, টেলিভিশন সিরিয়ালে সব জায়গায় চলছে। একটা গোটা সিরিয়ালই হচ্ছে গয়না নিয়ে, স্পনসর করছে বিখ্যাত জুয়েলারি। লোকে গোগ্রাসে খাচ্ছে।

শ্রাবণী।। কিন্তু আমার কবিতায় কী করে করব? সব তো লেখা হয়ে গেছে।

সুরথ।। তাতে কী হয়েছে, একটু এদিক-ওদিক করে নেবেন। ধরুন, আপনার প্রিয়তোষদার গামা হোসিয়ারি আপনার স্পনসর হতে রাজি হল। আপনি আপনার একটা কবিতা (খাতার পাতা উলটে একটা কবিতা বার করে)— এই যে, এইখানে আপনি লিখেছেন— 'আমার ওষ্ঠে তোমার মধু শ্বাস/হৃদয় বেঁধেছে মৃণাল বাহুপাশ'। এইটাকে সামান্য পালটে আপনি লিখতে পারেন— 'আমার ওষ্ঠে তোমার মধু শ্বাস/হৃদয় বেঁধেছে গামা অন্তর্বাস'— বুঝতে পারছেন?

শ্রাবণী।। কিংবা ওই একটা কবিতায় আমি লিখেছি— 'শহর মরছে দিন দিন ধুঁকে ধুঁকে/উন্মাদ তুমি ট্রাফিক দিয়েছ রুখে'। পালটে লিখতে পারি 'শহর মরছে দিন দিন ধুঁকে ধুঁকে/উন্মাদ তুমি গামা জাঙিয়া বুকে'?

সুরথ।। হয়েছে, তবে ইমেজটা একটু পজিটিভ রাখতে হবে। নইলে স্পনসর চটে যাবে। ধরুন, আপনি ওই প্রথম লাইনটা পালটে লিখলেন— 'শাহ্‌রুখ দাঁড়িয়ে গামা হোসিয়ারি বুকে/উন্মাদ তুমি ট্রাফিক দিয়েছ রুখে'। আইরনি-টা বেশ জোরদার হল, আর আপনার স্পনসর প্রায় ফ্রিতে শাহ্‌রুখকে পেয়ে গেল।

শ্রাবণী।। মনে হচ্ছে পারব। আপনি একটু হেল্প করবেন। কিন্তু সব কবিতাতেই যদি গামা— গেঞ্জি গামা— জাঙিয়া থাকে, তাহলে তো পাঠক চটে যাবে, সমালোচকরা গালাগালি করবে।

সুরথ।। কিচ্ছু করবে না। বললে, একটু উদাস কণ্ঠে বলবেন, কী করব বলুন, ওটা আমার মোটিফ। বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে আমার এই সিরিজের কবিতায়। আর সব কবিতায় করতে হবে কেন? চল্লিশটার মধ্যে দশটায় করলেই আপনার স্পনসর খুশি। ঘাবড়াবেন না, এরকম প্রডাক্টের উল্লেখ অনেক কবিই তাঁদের কবিতায় করেছেন। তবে মনেটাইজ করার ব্যাপারটা তাঁদের মাথায় আসেনি। এটা একেবারেই ক্রান্তদর্শী প্রকাশনের ক্রান্তিকারী আইডিয়া। আপনাকে দিয়েই শুরু। আমি তাহলে প্রিয়তোষের সঙ্গে কথা বলি?

(সুরথ মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। শ্রাবণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আলো নিভে যায়।)

সমাপ্ত